T4T শিক্ষা

শিক্ষা ১: পরিত্রাণের নিরশ্চয়তা

শিক্ষা ২: প্রার্থনা বুঝতেপারা

শিক্ষা ৩: প্রতিদিনের ধ্যান

শিক্ষা ৪: চার্চের সভা

শিক্ষা ৫: ঈশ্বর আমাদের স্বর্গস্থ পিতা

শিক্ষা ৬: সুসমাচার প্রচার

বংশানুক্রমিক/ কালানুক্রমিক ইতিহাস

নতুন বিশ্বাসের

T4T –এর নীতি

“ যদি আপনি সত্যিকারের বাধ্যতার শিষ্যত্ব চান, বড় ফাত এরিয়ে জান। পরবর্তী সভায় এটা জিজ্ঞাস না করে কোন কাজ বা লক্ষ্য নির্ধারণ করবেন না। অকৃতকার্য হয়ে/ হওয়ার পর জিজ্ঞাস করা বাধ্যতায় শিষ্যত্ব গঠন করার প্রথম ভুল/ মৃত্যু।

T4T–এরনীতি

মথি ২৮:১৮-২০ পদে যীশু আমাদের আদেশ করেছেন :

- অপেক্ষাথেকেহারানোদের কাছে যাও (শুধু আমন্তন) এবং চার্চে আসার জন্য আমন্তন জানাও, ইত্যাদি।
- কি বা কিভাবে তারা বিশ্বাস করে তা বলার থেকে তাদেরকে প্রশিক্ষন দাও বাধ্য হবার জন্য এবং
- যীশু যা বলেছেন / আদেশ করেছেন তার বাধ্য হতে সবাইকে শিক্ষা দাও।

যীশুর শিস্যদের দুটি বিষয় শিখতে হয়েছে --১। যীশুকে অনুসরন করা, ২। মানুষ ধরা জেলে (মার্ক ১:১৭)।

মানুষ হারানো হক বা জয় করা হক। যদি কেউ হারানো হয়, তাদের কাছে সাক্ষী হন। যদি কেউ জয়ী হয়, তাদের শিস্য করার জন্য আমন্তন জানান।

শিক্ষা১: পরিত্রাণেরনিরশ্চয়তা

অভিনন্দন, তুমি স্বর্গস্থ পিতার সন্তান (প্রেরিত ১৭:২৮-২৯) এই মর্মে তুমি ঈশ্বরের সাথে নতুন সম্পর্ক করতে পার এবং তাঁর সকল প্রতিজ্ঞা গ্রহন করতে পার।

৯। দেখ, কিভাবে আমরা যীশু খ্রিষ্টের মধ্যে দিয়ে অনন্ত জীবন লাভ করতে পারি।

(১) পাপের ফলাফল/বেতন কি?

(যিশাইয় ৫৯:২)

.....

.....

.....

(২) মানুষ বিভিন্ন পথ অনুসরন করার চেষ্টা করে ঈশ্বরকে খোঁজার জন্য, কিন্তু অকৃতকার্য হয়, কেন?

(ইফি ২:৮-৯)

.....

.....

.....

(৩) ঈশ্বর কিভাবে তাঁর কাছে আমাদের টেনে নেন?

(১) পিতর ৩:১৮)

.....

.....

.....

*পরিত্রানের পথ

ক। যীশুতে পাপমুক্তি + তোমার বিশ্বাস + অনুতাপ=পরিত্রান

ঈশ্বর করেছেন যা তিনি চেয়েছেন (মৃত্যু এবং পুনরুত্থান)?.....হ্যা.....না।

তুমি কি করেছ যা তুমি চেয়েছ (বিশ্বাস এবং অনুতাপ)? .....হ্যাঁ.....না।

যদি তোমার বিশ্বাস থাকে তবে তুমি পরিত্রান পাবে!

FM হল শিষ্যত্ব গঠন আন্দোলন UPGs এর মধ্যে দিয়ে।

পুরাতন বিশ্বাস : FM সংঘায়িত করে আমরা যা UPGs এর মধ্যে দিয়ে করি।

পুরাতন বিশ্বাস : অঞ্চলের মানুষ/ সাধারন মানুষ চার্চ গঠন করার জন্য যোগ্যতা- সম্পন্ন না।

নতুন বিশ্বাস : কার্যকর ডি, টি, এস

কার্যকর ডি, টি, এস শিস্য উৎপাদন করতে একজন কে উৎপাদন করে।

পুরাতন বিশ্বাস : ডি, টি, এস শিস্য রচনা করে।

নতুন বিশ্বাস : সংখ্যা নির্ণয় করা

আমাদের নম্রতার সহিত কার্য সম্পাদন করতে হবে, ধরন এবং স্কুল হল আমরা যা ইচ্ছা করি তাঁর আলো।

পুরাতন বিশ্বাস : অনুষ্ঠান এবং স্কুল সমান ভালো ফলাফল।

নতুন বিশ্বাস : শিক্ষক কে শিক্ষা দেওয়া।

আমরা শিস্য প্রস্তুত কারকদের প্রস্তুত কর/ শিস্য করি। আমরা শিক্ষকদের শিক্ষা দেই।

পুরাতন বিশ্বাস : আমরা প্রাথমিক ভাবে চার্চ গঠনকারী

নতুন বিশ্বাস : শিষ্যত্ব গঠন UPGs.

২। যীশু কি প্রতিজ্ঞা করেছে যারা তাকে অনুসরন করেছে তাদের প্রতি?

(যোহন ১০:২৮)

.....
.....
.....
..

৩। অনন্ত জীবন মানে তুমি সারা জীবন বেচে থাকবে তা নয়। ঈশ্বরের সাথে জীবন মানে আমরা পবিত্র, ধার্মিকতা, দয়ালু এবং শক্তিশালী জীবনযাপন করতে সক্ষম।

৪। যীশুতে বিশ্বাস করাই যে তাঁর অনন্ত জীবন আছে তা নয়, নতুন জীবন শুরু করার মধ্যে দিয়ে তাকে বুঝতে হবে তাঁর মধ্যে শান্তি, সুখ, এবং প্রতিটি মুহূর্তে ঈশ্বরের কৃপা আছে।

তুমি কি জান যে তুমি পরিত্রান পেয়েছ?
.....হ্যাঁ .....না।

তুমি কি জান যে তুমি অনন্ত জীবন পেয়েছ?
.....হ্যাঁ .....না।

উপসংহারঃ .....আমি পরিত্রাণ পেয়েছি। .....আমি পরিত্রাণ পাইনি। .....আমি নিশ্চিত না।

** যদি কেহ খ্রিস্টেতে থাকে, তাঁর আছে নূতন ....., সেইগুলি ..... হইয়াছিল, সেইগুলি .....হইল। (২ করি ৫:১৭)

যারা পরিত্রাণ পেয়েছে তারা পরিবর্তন হয়। তোমার কি কোণ পরিবর্তন লক্ষ্য করেছ?

---------- ভিতরের শান্তি -----
---------- পাপ সম্বন্ধে সচেতনতা।

---------- প্রতিনিয়ত ঈশ্বরের শান্তি অনুভব করা
----------ঈশ্বরের বাক্য পরার আগ্রহ।

নতুন বিশ্বাস : বন্ধুত্বপূর্ণ ভাবে জবাবদিহিতা

কাজে দাসের মনোভাব দেখানো এবং ইচ্ছাকৃত ভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ আচারন করা

পুরাতন বিশ্বাস : আপনি একজন YWAMer কে বলতে পারবেন না কি করতে হবে। কেউ আমাদের পরিচালনা এবং ফলাফল নিয়ে প্রশ্ন করতে পারবে না।

নতুন বিশ্বাস : সাধারন প্রশিক্ষন

“কাজ” এবং “সময়” শিক্ষা শিষ্যত্ব গঠন করতে যীশুর মত পরিচালনা করতে হয় YWAM যে ভাবে প্রভাব রাখে।

পুরাতন বিশ্বাস : সাফল্যের জন্য শুধু যারা চার্চ গঠন করে তাদের ডি, টি, এস করা দরকার।

নতুন বিশ্বাস : প্রত্যেক বিশ্বাসী যুক্ত থাকা

প্রত্যেক বিশ্বাসী একটি নতুন শিষ্যত্ব দল গঠন করতে পারে। YWAM এ যুক্ত না হয়ে ও তারা অঞ্চলের মানুষদের কে শিস্য করতে পারে, এটা একটা ফলপ্রুস ধারনা।

নতুনবিশ্বাসের

<u>নতুন বিশ্বাস : ঈশ্বর এটা করবেন।</u>

ঈশ্বর পারেন এবং তিনি আমাদের মধ্যে দিয়ে শিষ্যত্ব গঠন করার কাজ করবেন।

(পুরাতন বিশ্বাস : ডি, এম, ডি, এস একটি ভালো ধারনা, কিন্তু বাস্তব জগতের ফল অনুভব করে না।)

নতুন বিশ্বাস : ফসল পাকা

মানুষ আছে যারা ফসল কাটার জন্য পাকা প্রতি ইউ, পি, জি।

পুরাতন বিশ্বাস : আমার মানুষ দল খুব প্রতিরোধী ডি,এম,এম দেখতে।

নতুন বিশ্বাস : ফলের জন্য যথেষ্ট

আমাদের উত্তম ফলাফল পাওয়ার জন্য যথেষ্ট আছে। মনে হয় আমাদের ভিন্ন ভাবে করা উচিত।

পুরাতন বিশ্বাস : অধিক কর্মী, অধিক লোক, অধিক টাকা এবং অধিক স্কুল সমান ভালো ফলাফল।

---------- ক্ষমায় শান্তি অনুভব করা ----------পাপকে পরাভুত করা।

---------- ভালো হওয়ায়ে দৃষ্টিভঙ্গি রাখা ---------- অপরের বিষয়ে চিন্তা করা।

** যদি তুমি পুনুরায় পাপ কর, তুমি কি তখনও পরিত্রান প্রাপ্ত থাক? (ইব্রিয় ৬:৪-৮ ; ১০:২৬)।

(১ যোহন ১:৯)

.....
.....।

(১ যোহন ১:৬-৭)

.....
.....।

** আনন্দের সহিত তুমি তোমার আত্মিক জন্মের সনদ পুরন কর।

দিন ..... মাস ..... বছর, তারিখে আমি যীশু খ্রিষ্টকে আমার মুক্তিদাতা হিসেবে গ্রহন করেছি।

তিনি আমার পাপ ক্ষমা করেছেন এবং আমার প্রভু হয়ছেন এবং আমার জীবন নিয়ন্তন করেন। এখন আমার নূতন সৃষ্টি হল এবং আমি ঈশ্বরের সন্তান হলাম। আমি তাকে অনুসরনের মধ্যে দিয়ে একটি নূতন জীবন শুরু করেছি।

স্বাক্ষর :

*** বাইবেল পদ মুখস্ত কর... (১ যোহন ৫:১২)

***যখন তুমি এই মহা পরিত্রান গ্রহন কর তখন তোমার জীবনে আনন্দ ও শান্তি থাকবে! প্রথম বিষয় হল তুমি এই বিষয় অপরের সাথে শেয়ার করবে। তুমি এই বিষয় ৫ জন লোকের কাছে বল আজ যা তুমি শিখেছ। বাক্তিগত ভাবে শেয়ার কর এবং শিক্ষা দাও। এই সপ্তাহে শিক্ষা দিতে থাক এবং পরের সপ্তাহের জন্য ৫ জনের তালিকা বানাও। এটা হল মহা সংবাদ যা ঈশ্বর চান, যেন সবাই পরিত্রাণ পায়।

T4T Outline

১। পালকের তদারক – আপনি কিভাবে করছেন? ২। আরাধনা ৩। যীশুকে অনুসরনের মধ্যে দিয়ে জবাবদিহিতা এবং উৎযাপন – শেষ সপ্তাহে শিক্ষার মধ্যে দিয়ে আপনি কিভাবে ঈশ্বরের বাক্যের বাধ্য হচ্ছেন? ৪। দর্শন ঠিক রাখা	৫। নতুন ভাবে নতুন শিক্ষার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের বাক্য শেয়ার করা। ছোট রাখুন – তারা যা করবে তাই তাদের দিন, বুঝা, পালন করা, এবং অপরকে দেওয়া।	৬। বাইবেল পড়ায় অংশ গ্রহন করে প্রশ্ন করুন। ১। আপনি কি পছন্দ করেছিলেন? কি করেননি? ২। আপনি ঈশ্বর সম্পর্কে কি শিখেছেন? ৩। আপনি মানুষ সম্পর্কে কি শিখেছেন? ৪। আপনি কিভাবে বাধ্য হবেন? অনুশীলনের লক্ষ্য একজনকে আত্মবিশ্বাসী করে এবং যোগ্যতা-সম্পন্ন করে যে অন্য কে শিক্ষা দিতে পারে।

প্রথম উপসনা – প্রেরিত ২:৪২–৪৭
পিতর খোঁড়াকে সুস্থ করলেন– প্রেরিত ৩:১–১০
অত্যাচারগ্রস্থ প্রেরিতরা– প্রেরিত ৫:১৭–৪২
শৌলে'র রুপান্তর– প্রেরিত ৯:১–১৯
পিতর জেল থেকে পালিয়ে গেলেন– প্রেরিত ১২:১–১৭
পৌলের প্রথম মিশনারী যাত্রা– প্রেরিত ১৩–১৪
নতুন যিরুশালেম– প্রকাশিত বাক্য ২১: ১–২২

অনুশীলন২: প্রার্থনাবুঝতেপারা।

প্রত্যেক শিশুর নতুন জীবন দরকার, তাঁর পরিত্রানের নিশ্চিয়তা দরকার। তা আমরা অনুশীলন ১ (এবং ১খ) দেখেছি। যখন একটি শিশু জন্ম গ্রহন করে তখন তাঁর শ্বাস নেয়া লাগে। এই অধ্যায় প্রার্থনার বিষয়ে তোমাকে শিক্ষা দেওয়া হবে কিভাবে তুমি তোমার আত্মিক জীবনের শ্বাস নিতে পার।

প্রার্থনা হল ঈশ্বরের সাথে কথা বলা। যখন তুমি প্রার্থনা কর, তখন তোমাকে খোলা মনের এবং খাঁটি হতে হবে, একি ভাবে যীশু ঈশ্বরের সাথে এবং তাঁর শিস্যদের সাথে কথা বলেছেন।

৯। কেন আমাদের প্রার্থনা করা দরকার?

ক। এটি ঈশ্বরের আদেশ।

"তুমি ..... প্রার্থনা। (লুক ১৮:১)

এবং আত্মায় প্রার্থনা করবে ..... (ইফি ৬:১৮)

খ। প্রার্থনা তোমার দরকার ঈশ্বরের পরিচালনা খুঁজার জন্য।

তোমার সব কিছু নিক্ষেপ কর .....তাঁর উপর, কারন .....” (১ পিতর ৫:৭)

যদি তুমি ..... আমার উপর, আমি তোমাকে দেখাব ..... যে তুমি ..... (যিরিমিয় ৩৩:৩)

গ। তোমার প্রয়োজনে তুমি দয়া গ্রহন কর এবং অনুগ্রহ যাচঞা কর (ইব্রিয় ৪:১৬)

কিভাবে আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহের সিংহাসনের সামনে যেতে পারি?

.....

আমার কি যাচঞা করব এবং খুঁজবো ?

ঘ। কোন কোন বিষয়ের জন্য আমাদের প্রার্থনা করা দরকার?

মন্দিরে যীশু– লুক :৪১–৫২
যীশু‘র পরীক্ষা – মথি৪–১–১১
যীশু শেখালেন নিকদিম কে– যোহন ৩:১–২১
যীশু এবং সমরীয় নারী – যোহন ৪:৪–৪২
যীশু ঝড় থামায়– মথি – ৮:২৩–২৭
যীশু ৫০০০ লোককে খাওয়ালেন– মথি ১৪:১–১২
যীশু জলের উপরে হাঁটলেন– মথি ১৪–২২–৩৬
কে সবথেকে বড়– মথি ১৮:১–৬
যীশু জন্মন্ধকে ভালো করলেন– যোহন–৯:১–৩৪
ভাল সমরিয়ার গল্প– লুক ১০:২৫–৩৭
মেরি এবং মার্থা– লুক ১০:৩৮–৪২
যীশু ৭২ জনকে পাঠালেন– লুক ১০:১–১১
যীশু মৃত্যু থেকে লাসার কে উদ্ধার করলেন– যোহন ১১:১–৪৬
ধনী ব্যাক্তি– মথি ১৯:১৬–৩০
শকরিয়– লুক ১৯:১–১০
যীশু মন্দিরে–মথি ২১:১২–১৭
Triumphal Entry- Matt 21:1-11
বিধবার দান– মার্ক ১২:৪১–৪৪
যীশুর পরীক্ষা এবং ক্রুশবিদ্ধ– মথি ২৭
সমাধি এবং পুনরুত্থাপন– মথি মথি ২৭:৫৭–২৮:১৫
ইম্মায়ুর পথে– লুক ২৪:১৩–৩৫
যীশু এবং পিতর– যোহন ২১:১–২৫
যীশুর স্বর্গারাহন– প্রেরিত ১:৪–১১

বংশানুক্রমিক/ কালানুক্রমিক ইতিহাস

পুরাতন নিয়ম
সৃস্টি আদিপুস্তক ১:১–২:৩
আদম এবং হবা – আদিপুস্তক ১:২৬–৩:২৪
বন্যা – আদি ৬:৯–৯:১৭
অব্রাহামের সাথে ঈশ্বরের অঙ্গীকারপত্র–
আদিপুস্তক ১২:১–৯
অব্রাহাম পরীক্ষিত– আদিপুস্তক ২২:১–১৯
মসীর জন্ম– যাত্রাপুস্তক ১:৮
মসী এবং জলন্ত ঝোপঝার– যাত্রাপুস্তক –৩:১–১৫
ঈশ্বর প্রেরিত দশটি উপদ্রব– ৭:৬–১১:১০
দাসত্ব মুক্তি ধর্মীয় উৎসব– যাত্রাপুস্তক ১২
দশ আজ্ঞা– যাত্রাপুস্তক ১৯:১–২০:২১
দায়ুদ এবং গলিয়াত ১ সমুয়েল ১৭
এলিয় এবং পাহাড়ে সন্নাসী– ১ রাজাবলী ১৮–৪৬
কুষ্ঠ থেকে সুস্থ নামান– ২য় রাজাবলী ৫
জোনা– জোনা ১–৪
নহিমিয়'র পুনরায় দেয়াল তৈরী করা –
নহিমিয় ২: ১–১৮
দানিয়েল এবং জলন্ত চুল্লী – দানিয়েল৩
নতুন নিয়ম
যীশুর জন্ম – লুক:২:১–৭

"কোন বিষয়ে উদ্বিগ্ন হইয়না, কিন্তু প্রার্থনা এবং যাচনা দ্বারা ..... কর, ধন্যবাদ এবং উপস্থাপন কর .....ঈশ্বরের কাছে, যিনি সবকিছু জানেন , তিনি তোমার হৃদয় এবং মন কে যীশু খ্রিস্টের কাছে নিয়ে যাবেন। (ফিলি ৪:৬–৭)।

** প্রার্থনার তিনটি উত্তর

হ্যাঁ সবুজ বাতি এগিয়ে চলা

না লাল বাতি এগিয়ে না চলা

অপেক্ষা করা হলুদ বাতি, ঈশ্বর উত্তর দেন নাই, অপেক্ষা করা।

*** প্রার্থনার মূল বিষয় : বাইবেলের পদ এবং প্রার্থনার মূল বিবরনের মধ্যে একটি লাইন আঁক।

প্রশংসা : ঈশ্বরের প্রকৃতির প্রশংসা কর। (১ যোহন ১:৯)

ধন্যবাদ : ঈশ্বরের অনুগ্রহের জন্য ধন্যবাদ দাও। (ফিলি ৪:৬–৭)

চাও : ঈশ্বরের কাছে চাও নিজের প্রয়োজনের জন্য (গীত ১৩৫:৩)

মধ্যস্থতা : ঈশ্বরের কাছে চাও অপরের প্রয়োজনের জন্য (১ থিস ৫:১৯)

পাপ স্বীকার : নিজের পাপ ঈশ্বরের কাছে স্বীকার কর (১ তিমথিয় ২:১)

*** ঈশ্বরের ইচ্ছের তিনটি পাঠ।

১। ঈশর আমাদের যা আদেশ করেছেন। এই তা যা ঈশ্বর আগেই সঙ্কল্প করেছিলেন। এটা কখনও পরিবর্তন হবে না তোমার প্রার্থনায়। (প্রতিবাসীকে নিজের মত ভালোবাসো।)

২। ঈশ্বর যা অনুমতি দেন। মাঝেমধ্যে যদি আমরা ঈশ্বরের কাছে স্বীকার করি, তিনি আমাদের অনুমতি দেন কিছু গ্রহন করার, কিন্তু আমাদের দায়িত্ব নিতে হবে যা আমরা গ্রহন করি। (যা ঈশ্বরের আদর্শ আমাদের জন্য না)

৩। কি ঈশ্বরের কাছে আনন্দজনক। (রোমীয় ১২:২)

৩। প্রশিক্ষক কে শিক্ষা দেন (যারা এই একই ভাবে অন্যান্যদের শিক্ষা দিবে)

- ঈশ্বরের ইচ্ছা যেন প্রতিটি খ্রিস্তিয়ান একটি করে দল শুরু করে, তাঁর পরিবার এবং বন্ধুবান্ধবদের মাঝে সুসমাচার শেয়ার করার জন্য। ঈশ্বর তাঁর পরিবারকে অনেক আশীর্বাদ করবেন।

প্রেরিত ২:৪৬-৪৭)

.....

.....

.....

আপনার সাথে সাথে ঈশ্বরের আহব্বানে সাড়া দেওয়া উচিত প্রার্থনায় খ্রিস্টের দেহ হইয়ে ওঠার জন্য। যাচঞা করেন এই বিষয় যেন এটা করার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করেন।

১। প্রভুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য মানুষকে পরিচালনা দেন।
২। অন্তত একটি নতুন চার্চ অথবা পারিবারিক দল শুরু করুন(আপনার নিজের বাড়িতে অথবা যেকোনো জায়গায়)।

*** নূতন দৃষ্টিভঙ্গি প্রার্থনার ফল।

দৃষ্টিভঙ্গি	বাইবেল পদ
বিশ্বাস থাকা	যাকব ১:৬
সঠিক প্রেরনা থাকা	যাকব ৪:২-৩
পাপ স্বীকার করা	গীত ৬৬:১৮
ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে চাও	১ যোহন ৫:১৪
বিশ্বাসের হৃদয় নিয়ে প্রার্থনা কর	লুক ১৮:১

*** কার্যকরী প্রার্থনার নির্দেশাবলী

১। যীশুর নামে প্রার্থনা কর (যোহন ১৪:১৩) কারন আমরা শুধু যীশুর মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের কাছে আসতে পারি (যোহন ১৪:৬)

২। আমেন বলার মধ্যে দিয়ে প্রার্থনা শেষ করুন তাঁর মানে একটি সত্য হৃদয় নিয়ে প্রার্থনা করা এবং যা বলেছ তাঁর সাথে একমত হওয়া। (মথি ৬:১৩)

৩। প্রার্থনার অনেক গুলো ভাগ আছে : প্রশংসা, ধন্যবাদ দেওয়া, অনুরুধ করা, বিনতি করা এবং অনুতাব করা। আমরা অপরের বিষয়ে কোন পক্ষতাপ করব না এবং ঘৃণা/অবহেলা ও করি না।

৪। স্বাভাবিক ভাবে এবং বুঝার মত করে প্রার্থনা কর, অস্পষ্টতা পরিহার কর।

৫। দিনের যেকোনো সময় এবং যেকোনো জায়গায় প্রার্থনা করা যায়। প্রার্থনা করার সময়ের কোন সীমাবদ্ধতা নাই এবং কোন নির্দিষ্ট জায়গা লাগে না।

জন্য। আপনি কি তাদের শুনতে পান? বাহিরের দিকে আপনার আঙ্গুল দেখান/ দিন। এই ডাক/ আহব্বান বাহির থেকে আসে, যারা হারিয়ে গেছে তাদের কাছ থেকে আসে। আজ প্রতিটি খ্রিস্তিয়ানের এই ডাক/ আহব্বান শুনা উচিত এবং সাথে সাথে উত্তর দেওয়া উচিত। আপনার আঙ্গুল উপরে, নিচে, ভিতরে এবং বাহিরে দেন সবসময় এবং চারটি আহব্বানের/ ডাকে সাড়া দিয়ে উত্তর দিন।

- আমরা শুধু মানুষকে খ্রিস্তিয়ান হবার জন্য পরিচালনা করব না, কিন্তু তাদের শিক্ষা দেওয়ায় একজন সফল শিক্ষক হওয়া, অন্যকে শিক্ষা দেওয়া যেন তারা সুসমাচার শেয়ার করতে পারে। এইভাবে আপনি দ্রুতই সুসমাচার প্রচার করতে পারেন।

(২ তিমিথিয় ২:২)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

আমাদের ভিতরে একটা কন্ঠস্বর আমাদের বলে যে আমরা সাক্ষী দেবার জন্য সৃষ্টি। আপনি কি এটা শুনতে পান? নিজের হৃদয়ের দিকে আঙ্গুল দেখান। এই ডাক/ আহব্বান ভিতর থেকে আসে, হৃদয় থেকে।

৪। বাহির থেকে ডাক/ আহব্বান : পল একটি হারানো মানুষের ডাক/ আহব্বান শুনতে পেয়েছি মাসিদনিয়া থেকে তাকে সাহায্য করার জন্য।

(প্রেরিত ১৬:৯)

.....

.....

.....

বাহিরের কন্ঠস্বর হারিয়ে যাওয়া মানুষের কাছ থেকে আসে, তাদের সাহায্য করার জন্য আমাদের ডাকা হয়। তাদের মুখে তারা একটি কথা বলে, কিন্তু তাদের হৃদয় আমাদের ডাকে তাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করার

শিক্ষা৩: প্রতিদিনেরধ্যান

নূতন আত্মিক শিশুর শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়া দরকার। তাঁর খাবার ও দরকার। অধ্যায় ৩ আমাদের শিক্ষা দেয় যে প্রতিদিন আমরা কিভাবে বাইবেল পড়তে পারি এবং কিভাবে আমরা ঈশ্বরের আরাধনা করতে পারি। একজন মানুষ হিসাবে, তোমাকে প্রতিদিন তাঁর সাথে যোগাযোগ রাখতে হয়। সেই মত তুমি যদি ঈশ্বরের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখতে চাও তবে তোমার প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময় রাখতে হবে তাঁর জন্য। প্রতিদিনের ধ্যানের জন্য আমরা একটি সময় নির্ধারণ করতে চাই।

১। প্রতিদিনের ধ্যানের সময়ের বিষয়বস্তু

ক। প্রার্থনার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের সাথে কথা বলা।

খ। প্রবিত্র বাইবেল পরার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের রব শোনা।

২। প্রতিদিনের ধ্যানের সময়ের উদ্ধেশ্য

ক। ঈশ্বরের আরাধনা- ঈশ্বর আমাকে স্বাগতম জানান

খ। ঈশ্বরের সাথে সহভাগিতা করা- আমাদের চিন্তা ঈশ্বরের সাথে শেয়ার করা।

গ। ঈশ্বরের দ্বারা পরিচালনা হওয়া- আমি ঈশ্বরকে আমার হৃদয়ে আমন্তন জানাই।

৩। প্রতিদিনের ধ্যানের সময়ের দৃষ্টিভঙ্গি

প্রার্থনা-সংগিত রচিয়তা কি ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি দেখাত ঈশ্বরের প্রতি?

(গীত ৪২:১-২)

(গীত ১১৯:১৪৭-১৪৮)

৪। বাইবেলীয় উদাহরন

.....

.....

.....

রাজা আমাদের যেতে আদেশ করেছেন। এইটাই যথেষ্ট। আপনার আঙ্গুল উপরে উঠান। এই আহব্বান উপর থেকে আসে, স্বর্গ থেকে আসে।

২। নিচে থেকে ডাক/ আহব্বান আসা – নরক থেকে : ধনী মানুষ অজুহাত দেখায় তাঁর পরিবারে অন্য কেউ সুসমাচার শেয়ার করুক।

(লুক ১৬:২৭-২৮) ----------

যারা হারিয়ে গেছে বা নরকে গেছে তারা চায় যেন তাদের পরিবারে যারা বেচে আছে তাদের সতর্ক করি। তুমি কি তাদের শুনতে পাও? নিচের দিকে তোমার আংগুল তাক কর। এই ডাক/ আহব্বান নিচ থেকে আসে, নরক থেকে।

৩। ভিতর থেকে ডাক/ আহব্বান : পল ছিল বাধ্যতার মধ্যে সুসমাচার প্রচার করার জন্য।

(১ করি ৯:১৬-১৭)

শিক্ষা৬: সুসমাচারপ্রচার

আপনি এখন একজন ক্রিস্টিয়ান, ঈশ্বরের সন্তান, ঈশ্বরের পরিবারের সদস্য। আপনার পরিত্রানের নিশ্চয়তা আছে। আপনি যেকোনো সময় ঈশ্বরের সাথে সময় কাটাতে পারেন, সহভাগিতা করতে পারেন এবং তাঁর কাছে সরাসরি প্রার্থনা করতে পারেন। আপনি তাঁর মণ্ডলীর একজন সদস্য, আশীর্বাদিত লোক। এখন আপনি পরিপক্ক হচ্ছেন, এবং আপনার পরিবারকে দেওয়া উচিত। ঈশ্বর আপনাকে আহব্বান করেছেন সুসমাচার প্রচার করার জন্য এবং শিক্ষা দেওয়ার জন্য, তাঁর সব পদ এবং শিক্ষা পালন করার জন্য। যেন তারা ও অন্যান্য মানুষকে শিক্ষা দিতে পারে, সুসমাচার প্রচার করার জন্য এবং তাদের কে প্রশিক্ষণ দিতে পারে।

চার ধরনের আহব্বান আছে সুসমাচার প্রচার করার জন্য যা আমাদের প্রতিদিন শোনা দরকার।

১। উপর থেকে ডাক – স্বর্গ থেকে : যীশু খ্রিস্টের আদেশ। (যিশাইয় ৬:১-৮ –রাজা আহব্বান করেছেন কেউ কে যাবার জন্য)

(মার্ক ১৬:১৫)

এই মানুষগুলো কিভাবে ঈশ্বরের জানত এবং খুজত?

পদ	ব্যক্তি	সময়	জায়গা	কাজ
আদি ১৯:২৭	আব্রাহাম	সকালে		ঈশ্বরের সাথে সাক্ষাত করত
গীত ৫:৩				
দানিয়েল ৬:১০				
মার্ক ১:৫৩				

উপরের উদাহরন থেকে তুমি কি প্রয়োগ করতে চাও তোমার জীবনে ঈশ্বরের সাথে সময় কাটানোর ?

৫। আপনার আত্মিক জীবনের জন্য পরামর্শ এবং উপকরণ

১। বাইবেল : বাক্যের প্রসঙ্গ লিখুন, পড়ুন এবং লিখুন আপনি কি শিক্ষা পেয়ছেন পরার মধ্যে

দিয়ে। পদ গুলো ধ্যান করুন। মনে রাখুন বাইবেল যা বলে তা আপনি পরিবর্তন করতে পারেন না। কিন্তু আপনি পরিবর্তন করতে পারেন যা আপনাকে প্রভাবিত করে। অনেক ভক্তিযুক্ত/উপাসনা সম্বন্ধীয় বই আছে কিন্তু বাইবেলের মত কোন বই নাই। বাইবেল মানবিকতার চারটি প্রশ্নের উত্তর দেয়। আমি কোথা থেকে এসেছি? কেন আমি এখানে আছি? কিভাবে আমি বাজবো? ভবিষ্যতে আমি কোথায় যাব?

২। কলম এবং খাতা : আপনার ধ্যানের সময়ে, ঈশ্বর আপনাকে কি বলেছে মনে সাড়া পান এবং আপনার চিন্তা লিখে রাখুন। (দ্বিঃ বিঃ ৮:২)। আপনি আপনার প্রয়োজন এবং যার জন্য প্রার্থনা করছেন তাঁর নাম লিখে রাখতে পারেন। যে প্রার্থনার উত্তর আপনাকে উৎসাহিত করেছে তা ও লিখে রাখুন।

৩। জায়গা : কোন প্রকার বিরক্তি ছাড়াই আপনি ঈশ্বরের সাথে মিলিত হতে পারেন সেই রকম একটি জায়গা বেছে নিন। আপনি যখন ঈশ্বরের

.....

.....

.....

..---------- তাঁর ভালবাসা এবং দয়া ----

---------- আপনার প্রয়োজনের তাঁর ব্যবস্থার।---------- তাঁর শৃঙ্খলা --------

---------- তাঁর সুরক্ষা।

.....

.....

.....

১। বন্ধুদের মধ্যে দিয়ে। (হিতপ্রদেশ ২৭:১৭)

.....

.....

.....

২। বাইবেলের মধ্যে দিয়ে। (২ তিমথিয় ৩:১৬)

.....

.....

.....

৩। গমন/ ভ্রমনের মধ্যে দিয়ে। (যাকব ১:২-৪)

.....

.....

.....

৫। কোন দিক থেকে বা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ঈশ্বর আপনার কাছে অর্থপূর্ণ?

সাথে মিলিত হন তখন ঈশ্বর চান যেন আপনি মনোযোগী হন তাঁর কথায়।

৪। সময় : একটি যথাপযক্ত সময় বেছে নিন যখন আপনি ঈশ্বরের সাথে ধারাবাহিকভাবে মিলিত হতে পারেন।

৫। পরিকল্পনা : নিজের ইচ্ছা মত করে বাইবেল থেকে অধ্যায় নির্ধারণ করুন এবং ধ্যান করুন, লিপিবদ্ধ করুন, প্রার্থনা করুন এবং পালন করুন।

৬। ঈশ্বরের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য প্রস্তুত হন – আপনার ধ্যানের পরিকল্পনা করুন।

১। প্রার্থনা : গীত ১১৯:১৮

২। প্রস্তুত হওয়া : আপনার যা কিছু দরকার তা সংগ্রহ করুন এবং একটি নিরিবিলি জায়গা বেছে নিন। আপনার হৃদয় কে প্রস্তুত করুন এবং ঈশ্বরের জন্য অপেক্ষা করুন। আপনার পাপ স্বীকার করুন।

৩। ঈশ্বরকে খুজন : বাইবেলের একটি অংশ পড়ুন। ধ্যান করুন এটা আপনার সাথে কতটুকু মিল আছে। আপনি যা পড়েছেন তা নিয়ে ঈশ্বরের সাথে কথা

বলুন। আপনি যা লিখেছেন তাঁর প্রতিটি বিষয় নিয়ে প্রার্থনা করুন।

৪। অনুসরন করুন : আপনাকে ঈশ্বর যা বলেছেন বা দেখিয়েছেন তা পালন করুন। আপনি যা শিখেছেন তা অপরের সাথে শেয়ার করুন।

৫। সংযোজিত পড়া : দিনের অন্য সময়ে (এখন বা ঘুমাতে যাবার আগে), সময় নিন আরও বাক্য পড়ার জন্য। প্রতিদিন পুরাতন নিয়মের দুটি এবং নূতন নিয়মের একটি অধ্যায় পড়ুন। এটা করার মধ্যে দিয়ে, আপনি এক বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ বাইবেল পড়তে পারবেন।

৭। আপনার ধ্যানের জীবন পরিচালনায় বিস্তস্ত হন।

আপনার প্রতিদিনের ধ্যানের বিষয়ে যত্নশীল হন, এটা আপনার জীবনের একটি অংশ করুন।

১। এটা আপনার সিধান্ত প্রতিদিন ঈশ্বরের সাথে সাক্ষাৎ করা। যদি আপনি ঈশ্বরের সাথে প্রতিদিন আপনার ধ্যানের সময় ঠিক রাখেন, আপনি আপনার আত্মিক জীবনে উন্নতি করতে পারবেন।

.....

৪। ঈশ্বরের শৃঙ্খলা/ নিয়মানুবর্তিতা।

.....

.....

.....

"কেননা প্রভু যাহাকে প্রেম করেন, তাহাকেই ------- ---------- করেন, যে কোন ---------- ------- গ্রহন করেন, তাহাকেই ---------- ---------- করেন। (ইব্রিয় ১২:৬)।

.....

.....

.....

ক। ঈশ্বর তাঁর সন্তানের জন্য কি আশা করেন?

(ইফিসিয় ৪:১৩)

.....

.....

.....

২। কিভাবে ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের শৃঙ্খলা দেন?

পিতা ঈশ্বরের/ বাবার ব্যবস্থা।

“ আর আমার ঈশ্বর গৌরবে খ্রিস্ট যীশুতে আপন ---
---------- অনুসারে তোমাদের সমস্ত ---
---------- উপকার ----------
--------- সাধন করিবেন।” (ফিলি ৪:১৯)।

ক। কেন ঈশ্বরের সন্তান উদ্বিগ্ন হয় না?

(মথি ৬:৩১-৩২)

.....
.....
.....
..খ। কি উপহার ঈশ্বর প্রদর্শন করেছেন যে তিনি তাঁর সন্তানদের সকল প্রয়োজন মিটাবেন?

(রোমীয় ৮:৩২)

.....
.....

২। যীশু যখন পৃথিবীতে ছিলেন, তিনি বলেছেন, “প্রথমে তোমরা তাঁর রাজ্য ও ধার্মিকতার বিষয় চিন্তা কর, তাহলে ওই সকল দ্রব্য তোমাদের দেওয় যাবে। (মথি ৬:৩৩)। এই পৃথিবীর সব কিছু তুমি লাভ করতে পার, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে ওই সবয়ের কোন গুরুত্ব নাই।

৩। ঈশ্বরের একটি লক্ষ্য হল যেন তাঁর সাথে আমাদের সহভাগিতা থাকে এবং তাকে আমরা জানতে পারি। আপনার লক্ষ্য হবে যেন আপনি ঈশ্বরের প্রশংসা ও আরাধনা করেন। যদিও ধ্যান আপনাকে অনেক ভালো অনুভুতি দেবে, নতুন অন্তর্দৃষ্টি, এবং অনেক আশীর্বাদ, ধ্যানের প্রধান বিষয় হল ঈশ্বরকে জানা এবং তাকে আরাধনা করা।

আপনার চুক্তি

আপনি কি প্রতিদিন ইচ্ছাকৃত ভাবে ধ্যান করতে চান?
-------হ্যাঁ। ----------না।

স্বাক্ষর_____

_____শুরুর তারিখ

- সময় /সময়ের দিন

- জায়গা :

_____

_____

_____

নিচে আপনার প্রতিদিনের ধ্যানের পরিকল্পনা বর্ণনা করুন। কোন বই আপনি পড়বেন? কিভাবে আপনি প্রার্থনা করবেন?

.....

.....

.....

২। ঈশ্বর কিভাবে ইলিশয় কে রক্ষা করেছিলেন (২ রাজাবলী ৬:১৫-১৮)?

.....

.....

.....

৩। ঈশ্বর কিভাবে দানিয়েলের তিন বন্ধু কে রক্ষা করেছিলেন (দানিয়েল ৩)?

.....

.....

.....

৪। যখন আপনি পলোভনের সম্মুখীন হন, ঈশ্বর আপনাকে কিভাবে রক্ষা করেন? (১ করি ১০:১৩)।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

গ। লুক ১৫:১১-২৪, যীশু বলেছেন কিভাবে একজন পিতা তাঁর সন্তানকে ভালবাসেন। এই বাবা এবং আমাদের স্বর্গস্থ বাবার মধ্যে কি মিল রয়েছে?

.....

.....

.....

২। স্বর্গস্থ পিতা রক্ষা করেন।

.....

.....

.....

..."কিন্তু প্রভু বিশস্থ; তিনিই তোমাদিগকে সুস্থির করিবেন ও মন্দ হইতে ---------- করিবেন। (২ থিসলনিকিয় ৩:৩)।

১। গীত ৩৪:৭, ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা কি?

শিক্ষা৪: চার্চেরসভা

যখন তুমি একজন খ্রিস্তিয়ান হয়েছ, তুমি ঈশ্বরের পরিবারে একজন সদস্য হয়েছ। প্রত্যেক আত্মিক সন্তানের একটি আত্মিক পরিবার দরকার। ঈশ্বর আমাদের স্বর্গস্থ পিতা এবং প্রত্যেক খ্রিস্তিয়ান একজন ভাই এবং বোন একই পরিবারের। (১ তিমথিয় ৩:১৫)। পরিবার একটি ভবন না, এবং গির্জা/চার্চ একটি উপাসনার জায়গা না। কিন্তু এটা একটা বিশ্বাসীর দল।

১। কিভাবে বাইবেল যীশু এবং খ্রিস্তিয়ানদের মধ্যে সম্পর্ক বর্ণনা করে ?

(রোমীয় ১২:৫)

.....

.....

.....

..

ইফিসিয় ১:২২-২৩)

.....

.....

.....

..

২। একটি গির্জায়/চার্চে যীশুর স্থান কোথায় ?

(ইফিসিয় ৫:২৩)

.....

.....

.....

৩। চার্চের কাজ।

কাজ	পদ
	আপনার প্রয়োজন
আরাধনা	গীত ১৪৯:১ ঈশ্বরকে আরাধনা করা
সহভাগিতা	ইব্রিয় ১০:২৪ অংশগ্রহণ করা

---------- কারন আপনি অনেক খারাপ?
---------- কারন আপনি তাঁর প্রথম ভালবাসা?

---------- কারন আপনার দুর্ভাগ্য? ---
---------- কারন ----------
----------।

“কিন্তু ঈশ্বর ----------
---- বলিয়া, আপনার যে মহাপ্রেমে আমাদিগকে, প্রেম করিলেন, তৎপ্রযুক্ত আমাদিগকে, এমন কি, ----
----------, ----------
------ আমাদিগকে, খ্রিস্টের সহিত জীবিত করিলেন - ---------- তোমরা পরিত্রান পাইয়াছ। (ইফিসিয় ২:৪-৫)।

খ। কিভাবে ঈশ্বর তাঁর ভালবাসা আপনার প্রতি প্রকাশ করেছেন? দয়া করে নিচে লিখুন।

(১ যোহন ৩:১)

শিক্ষা৫: ঈশ্বরআমাদেরস্বর্গস্থপিতা

যখন একজন আত্মিক শিশু জন্ম গ্রহন করে, তাঁর নতুন জীবন হয়। সে জানে কিভাবে তাঁর শ্বাস নিতে হয়, কিভাবে খেতে হয় এবং কিভাবে পারিবারিক জীবন যাপন করতে হয়। কিন্তু তাকে জানতে হয় কে এই পরিবারের কর্তা; আমাদের স্বর্গস্থ পিতা । যীশু তাঁর শিস্যাদের বলেছিলেন, "আমাদের স্বর্গস্থ পিতা যিনি এই পৃথিবীকে রচনা করেছেন। স্বর্গস্থ পিতা তাঁর সন্তানদের ভালবাসেন, রক্ষা করেন, যোগান দেন এবং শিস্য করেন।

১। স্বর্গস্থ পিতার ভালবাসা।

"সদাপ্রভু দূর হইতে আমাকে দর্শন দিয়া বলিলেন, আমি তো ---------- তোমাকে ---------- করিয়া আসিতেছি। এই জন্য আমি তোমার প্রতি চিরস্থায়ী দয়া করিলাম। (যিরিমিয় ৩১:৩)।

ক। ঈশ্বর কেন আপনাকে উদ্ধার করেন?

কাজ	পদ
শিক্ষা	মথি ২৮:২০ শেখা এবং পালন করা
পরিচর্যা	ইফিসিয় ৪:১২ সেবা করা
পবিত্র আত্মার শক্তি	প্রেরিত ১:৮ সুসমাচার ছড়িয়ে দেয়া

৪। ক্রিস্টিয়ান লোকেরা চার্চে মনোযোগী হতে পারে না? ---------হ্যাঁ ---------না --------এটা নির্ভর।

আপনার কি চার্চে মনোযোগী হওয়া কষ্টকর? ------ ---------হ্যাঁ ---------না ---------- এটা নির্ভর।

৫। কেন আপনাকে চার্চে মনোযোগী হতে হবে?

১। কারন আমাদের আরাধনা, সহভাগিতা, শিক্ষা, পরিচর্যা এবং পবিত্র আত্মার শক্তি দরকার।

২। কারন এটা ঈশ্বরের আদেশ, “এবং আপনারা ---------- সভাস্ত হওয়া পরিত্যাগ না করি, যেমন কাহার কাহার অভ্যাস – বরং পরস্পরকে ---------- দেয়ই। আর তোমরা ---------- যত অধিক সন্নিকট দেখিতেছ , ততই যেন অধিক এই বিষয়ে তৎপর হই। (ইব্রিয় ১০:২৫)।

৩। বাইবেলের সত্য হতে বিচ্যুত এড়ানোর জন্য।

৪। কারন পরিপক্ক ক্রিস্টিয়ান লোক সকল আপনাকে সাহায্য করতে পারবে/পারে।

৬। চার্চে তিনটি বাধ্যবাধকতা আমাদের আছে।

১। আমাদের বাধ্যবাধকতা খ্রিস্টের সাথে সঙ্গবদ্ধ।– বাপ্তিস্ম (রোমীয় ৬:১-১৪)

১। বাপ্তিস্ম হল আমাদের বিশ্বাসের পরিপূর্ণতা।

- যীশু বলেছিলেন যে বাপ্তিস্ম ছিল “সব ধার্মিকতার পূর্ণতা” (মথি ৩:১৫)।
- যীশু আমাদের জন্য একটি উদাহরন দেখিয়েগেছেন। তিনি বাপ্তিস্ম নিয়েছিলেন

----------, ---------- --- বর্ষণ করি কি না। (মালাখি ৩:৮-১০)।

২। উপহার এবং অর্ঘ : এটা একটা সত্যিকারের সেচ্ছা সেবার অর্ঘ যথাথ ভালোবাসার এবং ধন্যবাদের হৃদয় থেকে আসে। এটা তোমার নিজের সিধান্তের উপর নির্ভর করে হয়। আমরা ঈশ্বরের আরাধনা করতে পারি না উপহার অথবা অর্ঘ ছাড়া। আমরা অবশ্যই খালি হাতে ঈশ্বরের সামনে আসতে পারি না।

৩। ভালবাসার দান/ অর্ঘ : এটা একটা দান যা অন্য মানুষ কে দেওয়া যায়। এটা ভালোবাসার দ্বারা এবং ব্যক্তি কি করে অথবা তাঁর প্রয়োজন অনুসারে দেওয়া যেতে পারে।

এই সপ্তাহে, একটি চুক্তি কর সবাই একসাথে চার্চে আসার জন্য। এই তিনটি দায়বদ্ধতা পালন করেন আপনার সভা সময়।

তিন ধরনের টাকা –পয়সার অর্ঘের কথা বাইবেলে বলা হয়েছে।

১। দশমাংশ : ঈশ্বর আমাদেরকে দশমাংশ দিতে বলেছেন; দশমাংশ ঈশ্বরের পাপ্য। এটা কোন সেচ্ছা সেবার অর্ঘ /দান না। কিন্তু যা আমাদের জন্য নির্ধারিত। (লেবিয় ২৭:৩০-৩১)। দশমাংশ অবশ্যই দিতে হবে; আপনি নির্ধারণ করতে পারেন অন্য ৯০% দিয়ে আপনি কি করবেন, কিন্তু আমাদের ১০% অবশ্যই ঈশ্বরকে ফেরত দিতে হবে কারন এটা ঈশ্বরের পাপ্য।

"---------- কি ঈশ্বরকে ঠকাইবে? তোমরা তো আমাকে ঠকাইয়া থাক। কিন্তু তোমরা বলিতেছ, কিসে তোমাকে ঠকাইয়াছি? ---------- ও ----------। তোমরা অভিশাপে শাপগ্রস্ত; হ্যাঁ, তোমরা, এই সমস্থ জাতি আমাকেই ---- ----------। তোমরা সমস্থ -------- ---------- ভাণ্ডারে আন, যেন আমার ঘরে খাদ্য থাকে। আর ইহাতে তোমরা আমার ----- ---------- কর। ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন, "আমি ---------- -- দ্বার সকল মুক্ত করিয়া তোমাদের প্রতি -------

যদিও তিনি কোন পাপ করেন নাই। কিন্তু তিনি জানতেন এটার সঠিক দিক তিনি যা করেছিলেন।

২। বাপ্তিস্ম আমাদের বিশ্বাসের ঘোষণা স্বরূপ।

- বর্তমানে বাপ্তিস্ম যোগাযোগ করে শব্দ এবং কাজের মধ্যে দিয়ে যে আমরা যীশুর জায়গায় আছি। (রোমীয় ৬:৩)।

৩। বাপ্তিস্ম আমাদের বিশ্বাসের অনুমোদন।

- আমরা অনুভব করি এবং জানি যে আমরা পুরাতন মৃত থেকে মুক্ত, এবং পুনুরুত্থিত শক্তিতে নতুন ভাবে বাচি। (রোমীয় ৬:৬-১৪)।

৪। বাপ্তিস্ম হল আমাদের বিশ্বাসের সাক্ষ্য।

- বাপ্তিস্ম দেখায় যে আমরা মৃত, সমাধিত এবং পুনুরত্থিত যীশু খ্রিস্টের সাথে।

অতএব আমরা তাহার ----------উদ্ধেশ্য বাপ্তিস্ম দ্বারা তাহার সহিত ---------- হইয়াছি, যেন, খ্রিস্ট যেমন পিতার ---------- ----------দ্বারা মৃতগণের মধ্য হইতে ---- ---------- হইলেন, তেমনি আমরাও জীবনের ---------- - চলি।

৫। বাপ্তিস্ম আমাদের বিশ্বাসের একটি প্রতীক।

- বাপ্তিস্মের মধ্যে দিয়ে আমাদের পাপ ক্ষমা হয়না, আমরা পরিত্রাণ পাই যখন আমরা মুখে স্বীকার করি এবং অন্তরে তা বিশ্বাস করি (রোমীয় ১০:৯)।

২। আমাদের বাধ্যবাধকতা হল স্মরণ করা- শেষ/প্রভুর ভোজ

১। যীশু ব্যক্তিগত ভাবে প্রভুর ভোজ নির্ধারণ করেছিলেন তাঁর মৃত্যু স্মরণ করার জন্য এবং আমাদের পাপ মুচনের জন্য। (মথি ২৬:১৭-১৯, ২৬-৩০)

২। যখন আমরা প্রভুর ভোজ নেই, তখন এটা আমাদের স্মরণ করতে এবং ধন্যবাদ দিতে সাহায্য করে।

“কিন্তু তিনি আমাদের ---------- নিমিত্ত বিদ্ধ, আমাদের অপরাধের নিনিত্ত ---------- --- হইলেন, আমাদের শান্তিজনক ---------- ------ তাহার উপর বরতিল, এবং তাহার ক্ষত সকল দ্বারা আমাদের ---------- ---------- হইল। (যিশাইয় ৫৩:৫)।

৩। যখন আমরা প্রভুর ভোজ গ্রহন করি, আমাদের বিশ্বাস এবং কাজ কে প্ররিক্ষা করতে পারি (১ করি ১১:২৩-২৯)।

৩। আমাদের বাধ্যবাধকতা হল দেওয়া।– অর্ঘ।

অর্ঘ /দেওয়া হল আরাধনার কাজ হিসাবে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া। অরঘ/দেওয়া একজন মানুষের জীবন, লক্ষ্য, সময় এবং টাকা-পয়সা ও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। টাকা-পয়সার অর্ঘ ঈশ্বরের দ্বারা তাঁর শিস্যত্বের বিশ্বাস, ভালবাসা এবং বাধ্যতা মূল্যায়ন করে।